

## জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৪৩ ব্রি উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের একটি জাত। জাতটি ২০০৪ সালে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। জাতটি বৃষ্টিবহুল এবং খরাপ্রবন উভয় অঞ্চলের জন্য উপযোগী।



ব্রি ধান৪৩

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ আগাম জাত।
- ▶ খরা সহিষ্ণু।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার।
- ▶ কাণ্ড বেশ শক্ত বলে সহজে হেলে পড়ে না।
- ▶ শীষের উপরিভাগে ২-৪ টা ধানে শুঙ দেখা যায়।

## জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১০০ দিন।

## ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৪৩ হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ বপনঃ ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে।
২. বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণঃ
  - ২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়ে: এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা।
  - ২.২. সারি করে: সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা।
  - ২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতে: ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা।
৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):
 

৩.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্কসালফেট
	২০	৭	১০	৫	০.৭

  - ৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।
৪. আগাছা দমনঃ বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।
৫. রোগবালাই দমনঃ অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।
৬. ফসল কাটাঃ ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগস্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ২৫